|  |
| --- |
| **গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

বাসস্থান নারী-পুরুষ সকলেরই মৌলিক চাহিদা। এ চাহিদা পূরণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১, সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার-২০১৮ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে সামনে রেখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা-উপজেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ, প্লট বরাদ্দ, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি, বিভিন্ন নগরীর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন, লেক উন্নয়ন এবং ফ্লাইওভার নির্মাণসহ বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। এই সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নের বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন (Allocation of Business) এ নারী উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো ম্যান্ডেট না থাকলেও পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে যা মন্ত্রণালয় ও এর সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও পদক্ষেপে প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নিম্ন আয়ের গৃহহীন নারী ও হতদরিদ্র দুস্থ নারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ ও বস্তিবাসীদের জন্য গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দেশের বিদ্যমান আইন, জাতীয় পরিকল্পনা দলিল এবং নীতিমালায় বর্ণিত নারীর জন্য নিরাপদ আশ্রয়ন ও গৃহায়ন সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় কাজ করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির ১১তম অভীষ্ট অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ী বাসস্থান নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১-এর অনুচ্ছেদ ৩৫-এ গৃহায়ন ও আশ্রয়ণসংক্রান্ত তিনটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রথম উদ্দেশ্য হলো–পল্লী ও শহর এলাকায় গৃহায়ন পরিকল্পনা ও আশ্রয় ব্যবস্থায় নারী প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা, একক নারী, নারীপ্রধান পরিবার, শ্রমজীবী ও পেশাজীবী নারী, শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষণার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদান, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো–নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা যেমন-হোস্টেল, ডরমেটরি এবং বয়স্কদের জন্য হোম, স্বল্পকালীন আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা, তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো–গৃহায়ন ও নগরায়ন পরিকল্পনায় দরিদ্র, দুস্থ ও শ্রমজীবী নারীদের সম্পৃক্ত করা। এই সকল জাতীয় পরিকল্পনা দলিল এবং নীতিমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও নীতিমালার আওতায় নির্দিষ্ট ধারা/অনুচ্ছেদ অন্তভুর্ক্ত করা হয়েছে যা নারী উন্নয়নে সহায়ক।

গৃহায়ন নীতিমালা-২০১৬-তে নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩.২ ও ৪.১০ এ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা মতবাদ নির্বিশেষে গৃহায়ন সুবিধাদিতে নারী-পুরুষ সকলের সমান প্রবেশাধিকার, কর্মজীবী মহিলাদের জন্য আলাদা আবাসন সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৬-এর ধারা ৫(ঢ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৮-এর ধারা ৫(ণ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০২০-এর ধারা ৫(ঠ) সহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের আইনে কর্তৃপক্ষের সদস্যসমূহের মধ্যে আব্যশিকভাবে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আঞ্চলিক শহরের পরিকল্পনা প্রণয়নে নারীর মতামত প্রতিফলিত হয়েছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ১৪২ | ১১৭ | ২৫ | 17.6 |
| অধীন সংস্থাসমূহ | ৯,১৮৭ | ৮,০৫১ | ১,১৩৬ | 12.3 |
| স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ | ২,১৪৪ | ১,৯৬৪ | ১৮০ | 8.4 |
| **মোট :** | **১১,৪৭৩** | **১০,১৩২** | **১,৩৪১** | **১১.৭** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **কর্মসূচি/প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ২,৮৬৭ | ১,৫৮২ | ১,২৮৫ | 44.8 |
| অধীন সংস্থাসমূহ | ৫১,০৭৬ | ২৯,৮৫৭ | ২১,২১৯ | 41.5 |
| স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ | ৭৭,২৪৬ | ৪৬,০২৭ | ৩১,২১৯ | 40.4 |
| **মোট :** | **১,৩১,১৮৯** | **৭৭,৪৬৬** | **৫৩,৭৩৩** | **৪1.0** |

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রাণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| শহরাঞ্চলের ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার | অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং অস্বাস্থ্যকর আবাসনের কারণে নারীরা সরাসরি ও অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর আবাসন ও ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। যা নারী উন্নয়নে পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। |
| শহরাঞ্চলে পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ | অপরিকল্পিত অবকাঠামোর কারণে নারীরা বিভিন্ন দুর্ঘটনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া নাগরিক সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় উন্মুক্ত জলাশয়, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদির অভাবে বিশেষত নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ পায় না। উল্লিখিত সুবিধাসমূহ প্রবর্তন করা হলে তা নারী উন্নয়নে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে। |
| বিভিন্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জনসাধারণের উপযোগী টেকসই ও নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ | কর্মজীবী নারীদের জন্যে ডরমেটরি নির্মাণের মাধ্যমে নারীর নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এর ফলে তাদের নিরাপত্তা এবং কর্মজীবনে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, যা নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখে। |
| আধুনিক ও পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং গৃহ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও প্রশিক্ষণ | উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তির বিষয়ে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে এ শিল্পের বিপণনে নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

ঢাকার মালিবাগ এবং মিরপুর সেকশন-৬-এ সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য নির্মিত নতুন ৭৪৪টি ফ্ল্যাটের মাধ্যমে পুরুষের পাশাপাশি নারীর আবাসন সম্যসার সমাধান করা হয়েছে। অধিকাংশ সরকারি ভবনে এবং পাবলিক স্পেসে Dedicated female toilet স্থাপন করা হয়েছে। মহিলা হোস্টেল, ব্যারাক ভবন নির্মাণ, ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। চট্টগ্রামের সল্টগোলা-পতেঙ্গা রোডের পার্শ্বে পোশাকশিল্পে কর্মরত ১,০০০ জন নারী শ্রমিকদের আবাসনের লক্ষ্যে ২৪৪টি ডরমিটরি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। 1৩তম থেকে 20তম গ্রেডের বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের কোটা পূরণ এবং আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। কর্মজীবী নারীদের সরকারি বাসা বরাদ্দের মাধ্যমে আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনায় দরিদ্র, দুস্থ ও শ্রমজীবী নারীর জন্য আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাস্টারপ্ল্যানে স্থান সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**৭.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* গৃহায়ন ও নগরায়ণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রকৃত দরিদ্র ও দুস্থ গৃহহীন নারীদের চিহ্নিতকরণে সমস্যা;
* নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য একক নারী ও নারীপ্রধান পরিবারের তথ্যাদি/ডাটাবেজ না থাকা;
* ডরমেটরি, হোস্টেল, বয়স্কদের হোম ও স্বল্পকালীন আবাসস্থলের জন্য জমি/ভূমির স্বল্পতা;
* বিভিন্ন সরকারি অফিস/পাবলিক প্লেসে dedicated female toilet এবং ওয়াশরুম তৈরির জন্য পর্যাপ্ত স্পেস সংকট; এবং
* পূর্ত কাজকে নারীরা চ্যালেঞ্জিং মনে করে নিরুৎসাহ বোধ করেন।

**৮.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* সরকারি-বেসরকারি কর্মজীবী নারীদের আবাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে হোস্টেল ও ডরমেটরি নির্মাণ করা;
* সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ফ্ল্যাট ও প্লট বরাদ্দে নারীদের জন্য বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করা;
* বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে নারীদের অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিত করা;
* বস্তিবাসী নারী এবং দুস্থ ও শ্রমজীবী নারীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা;
* কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য উত্তম কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সকল সরকারি অফিস ভবনে এবং গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক প্লেসে dedicated female toilet স্থাপন করা; এবং
* বিনোদন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পার্কে নারীদের জন্য পৃথক মহিলা অঙ্গনের ব্যবস্থা রাখা।